০৯-১১-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মীঠে বাচ্চে - এই ড্রামাতে তুমি হলে হিরো-হিরোইন পার্টধারী, সম্পূর্ণ কল্পে তোমার মতন হিরো পার্ট আর কারো নেই "

প্রশ্ন : মানব থেকে দেবতা হওয়ার পরীক্ষা কে পাস করতে পারে ?

উত্তর :- যে আত্মা ফলো ফাদার করে বাবার সমান পবিত্র হয় সে-ই এই পরীক্ষা পাস করতে পারে। ২১ জন্মের জন্যে বেহদের বর্সা প্রাপ্ত করতে একটু পরিশ্রম তো করতে হবে। এখন পরিশ্রম না করলে কল্প-কল্পান্তর করবেনা ফলতঃ উচ্চ পদ প্রাপ্তি কিভাবে হবে । পবিত্র হলে উত্তম পদ প্রাপ্তি হবে। নাহলে সাজা খেতে হবে।

ওমশান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদের সঙ্গে বাবা কথা বলছেন । বাচ্চারা বুঝেছে বেহদের বাবা আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন । যিনি হলেন অতি মিষ্টি । বাবাও হলেন মিষ্টি , শিক্ষকও হলেন মিষ্টি কারণ দুজনের কাছে বর্সা প্রাপ্তি হয়। গুরুর কাছে ভক্তির বর্সা প্রাপ্ত হয়। এখানেতো একের কাছেই তিনের প্রাপ্তি হয়। খুশীর অনুভূতিও হয়। তোমরা ওঁনার সামনে বসে আছ। তোমরা জান বেহদের বাবা অর্থাৎ নিরাকার শিব বাবা যাঁকে পতিত-পাবন বলা হয় , তিনিই হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। ঐ বীজ হয় জড় পদার্থ । এই হল চৈতন্য বীজ। এঁনাকে সত্য-চিত্ত-আনন্দস্বরূপ বলা হয় তারপর ওঁনার মহিমাও রয়েছে । তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর কিন্তু তাঁর কাছে কিরূপ জ্ঞান প্রাপ্তি হয় , এই কথা কারো জানা নেই। তোমরা জানো বাবা যাদের এই জ্ঞান দিচ্ছেন তারাই ভক্তিমার্গে এঁনার মন্দির , শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরী করে। এই কথাও তোমরা জানো যে বরাবর প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পর এই কল্পের সঙ্গম আসে। এই সময়টিকে বলে রুহানী অবিনাশী পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এমনিতেও উত্তম পুরুষ অনেক হয় কিন্তু সে এক জন্মে উত্তম পুরুষ হয় , তারপরে মধ্যম কনিষ্ঠ হয়ে যায়। এই লক্ষ্মীনারায়ণ দেখো কত উত্তম পুরুষ হয়েছেন। এই দুজনে হলেন পুরুষোত্তম এবং পুরুষোত্তমনী । এমন উত্তম দুজনকে কে করেছে ? গায়নও রয়েছে উঁচু থেকে উঁচু ভগবান , তিনি উপরে থাকেন। মনুষ্য সৃষ্টিতে উঁচু থেকে উঁচু হলেন এই বিশ্ব মহারাজা মহারানী । উঁচু থেকে উঁচু ভারতে রাজ্য করেছেন। এবারে এই রাজ্য প্রাপ্তি তাঁদের হল কিভাবে ! এই কথা কারুর জানা নেই। এমন বাবা তোমাদের এত উচ্চ স্বরূপ প্রদান করছেন , তিনি কত মিষ্টি হবেন । ওঁনার মত-অনুযায়ী চলা উচিত। এমন উঁচু বিশ্বের মালিক রূপে পরিণত করেন বাবা পড়াচ্ছেন কত সাধারণ ভাবে। এই কথাও তোমরা জানো বেহদের বাবা (নিরাকার শিব) ভারতেই আসেন। শিব জয়ন্তীও এখানেই পালন হয়। ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেন। এখন স্মৃতি আছে যে আমরা স্বর্গবাসী ৮৪ জন্ম ভোগ করে নরকবাসী হয়েছি। পুনরায় বাবা এসেছেন স্বর্গবাসী করতে। এখন বাবা বলেন আমারে স্মরণ করো তো তোমাদের আত্মা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। সতোপ্রধান না হয়ে কেউ ফিরে যেতে পারবেনা । নাহলে সাজা খেতে হবে। সাজা তো আত্মারই প্রাপ্তি কিনা । গর্ভ জেলে শরীর ধারণ করিয়ে সাজা দেওয়া হয়। বাচ্চাদের অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়। ত্রাহি ত্রাহি করে। বলে আর পাপ কর্ম করব না। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের তো গর্ভ জেলে যেতে হবেনা। সেখানে গর্ভমহল হয় কারণ পাপ কর্ম হয়না। এখানে রাবণরাজ্যে পাপ হয় তবেই তো রামরাজ্য চায়। কিন্তু এই কথা জানেনা যে রাবণরাজ্য হল কি ? জ্বালানো হয় তাহলে শেষ হওয়া উচিত। বার-বার জ্বালানো হয় তবুও মরেনা। তাহলে এইসব করে লাভ কি ? তারা গিয়ে শ্রীলঙ্কায় লুট করে। একটি

বৃক্ষের রোগ হয় , তারা সেটাকে সোনা ভেবে নিয়ে আসে। বাস্তবে তোমরা এইসময় রাবণকে পরাজিত করে গোল্ডেন এজের অর্থাৎ সত্যযুগের মালিক হও। আজমেরে বৈকুন্ঠের মডেল দেখান হয়েছে। এবারে তোমরা জানো বাবা এসেছেন বাচ্চাদের পুনঃ স্বর্গের মালিক রূপে পরিণত করতে। হীরে জহরাতের মহলে আমরা রাজত্ব করব।

এখন তোমরা বাচ্চারা যোগবলের দ্বারা নির্বিকারী সতোপ্রধান হও। আত্মা সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়ে শান্তিধামে চলে যাবে, সেখানে দুঃখের কোনো কথা নেই। বাবা বলেন এই নাটকে তোমাদের হল সবচেয়ে বড় মুখ্য পার্ট হিরো-হিরোইনের । রাজ্য নেওয়া আর হারানো - এই হল খেলা। হিরো-হিরোইন হলে তোমরা। হিরোর অর্থ হল মুখ্য পার্টধারী । তোমরা গোল্ডেন এজে পবিত্র গৃহস্থ আশ্রমে ছিলে। আয়রন এজে আছে অপবিত্র গৃহস্থ ব্যবহার । এবারে বাবা গোল্ডেন এজে নিয়ে যাবেন। সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণ সূর্যবংশীদের রাজ্য হবে। তারা পুনর্জন্ম নিয়ে চন্দ্রবংশী হবে , এভাবেই বৃদ্ধি হতে থাকবে। এখন কত কোটি হয়ে গেছে। এখন বলে জন্মদর কম হোক। যাদের একটা দুটো বাচ্চা তারা থোরাই কম করবে। এবারে তোমরা সংবাদ পৌঁছে দাও যে জনসংখ্যা কম করা সে-তো বাবার উপরে নির্ভর করছে। বাবা জানেন অত্যধিক মানুষ থাকলে মৃত্যু ঘটবে। আমি এসেছি সবাইকে খালাস করে একটি ধর্মের স্থাপনা করতে। সেখানে হবে ৯ লক্ষ । ছু-মন্ত্র হল তাইনা । কলিযুগ রূপী রাত পূর্ণ হয়ে দিন শুরু হবে । জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যে কত খরচ করে তারা। বাবার কিছু খরচ হয়না । প্রাকৃতিক দূর্যোগ হলে সব শেষ হয়ে যাবে , ড্রামাতে ফিক্স আছে। তারা যা কিছু প্ল্যান করছে , এওতো ড্রামাতে ফিক্স রয়েছে । ইউরোপবাসী যাদব , ভারতবাসী কৌরব আর পান্ডব । তারা সবাই একদিকে , এইদিকে হল দুই ভাই। ভারতে হল ভাই-ভাই । এখন কলিযুগে ভাই-ভাই তুমি এসেছ সঙ্গমে । কৌরব এবং পান্ডব একই পরিবারের সদস্য ছিল। আত্মা হল আসলে ভাই-ভাই । তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সঙ্গে বাবা প্রথমে মিলিত হন। রেসে যে আগে যায় সে পুরস্কৃত হয়। তোমার হল স্মরণের রেস। এই কথা শাস্ত্রে লেখা নেই। বাবা বলেন আমার সঙ্গে যোগ রাখো। এই যোগের যাত্রা এইসময়েই হয়। এই যাত্রা আর কেউ শেখাতে পারেনা। সত্যযুগে না হয় রুহানী যোগ আর না থাকে দৈহিক যোগ কারণ সেখানে প্রয়োজন হয়না। এই কথা এইসময়েই তোমাদের বুদ্ধিতে থাকে। ড্রামাতে এক একটি সেকেন্ডের অ্যাক্ট বোঝান হয়েছে , একেই স্ব-দর্শন চক্র বলা হয়। বাস্তবে স্ব-দর্শন চক্রধারী এখন তুমি হয়েছ। ৮৪ জন্মের বা সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান এখন তোমাদের রয়েছে । স্ব মানে হল আত্মা । আত্মার এখন এই জ্ঞান আছে তো এখন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা স্ব-দর্শন চক্রধারী হয়েছ। আমি তোমাদের বলি রুহানী বাচ্চারা। স্ব-দর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণ কুলভূষণ । এই অক্ষর গুলির অর্থ নতুন কেউ বুঝতে পারবেনা । এই অলংকার তোমাদের দেওয়া হয়না কারণ তোমাদের মধ্যে থেকে অনেকে পালিয়ে যায়। এখন তোমার বুদ্ধিতে রয়েছে ৮৪ - র চক্র । এখন যাবে তোমরা নম্বরওয়ানে । প্রথমে বাড়ি অর্থাৎ পরমধামে ফিরে গিয়ে তারপর দেবতা রূপে পরিণত হবে। তারপর হবে ক্ষত্রিয় , বৈশ্য , শূদ্র । কতখানি বুঝবার কথা। এতটুকুও যদি কেউ স্মরণ করে তো আহা পরম সৌভাগ্য । একটু সময় বাকি আছে তারপর আমরা স্বর্গে যাব। শাস্ত্রে কতই না গল্প কাহিনী লিখে দিয়েছে । কৃষ্ণ যিনি সকলের প্রিয় , তাঁর বিষয়ে লিখেছে সর্প দংশনে ঘটনা ইত্যাদি ইত্যাদি । কৃষ্ণ , রাধের চেয়েও প্রিয় কারণ মুরলী বাজিয়ে ছিলেন। এই সব বাস্তবে হল জ্ঞানের কথা । তুমি এইসময় হও জ্ঞানজ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী । তারপর শিক্ষা গ্রহণ করে রাজ-রাজেশ্বরী হও। এই হল এইম অবজেক্ট অর্থাৎ মুখ্য লক্ষ্য । তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে এখানকার উদ্দেশ্য টি কি ? তুমি বোলো , মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করা। আমরাই সেই

দেবতা ছিলাম। ৮৪ জন্মের পর শুদ্রে পরিণত হয়েছি , এবারে পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়েছি , পরে দেবতা রূপে পরিণত হব। যিনি পড়াচ্ছেন তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর পরমাত্মা , কৃষ্ণ নয়। এই রাজযোগ কেউ শেখাতে পারেনা। তোমরা বলো বাবা আমরা কল্প কল্প আপনার কাছে রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করি। এই কথাও তোমরা জানো। এই মহাভারী লড়াই দিয়েই স্বর্গের গেট খুলবে । বাবা এসে রাজযোগ শেখান তো নিশ্চয়ই স্বর্গ তো চাই। নরক শেষ তো হবেই। এই মহাভারী লড়াইয়ের কথা শাস্ত্রে লেখা আছে।

(কাশি এল) কাশি কার হয় ? শিববাবার না ব্রহ্মাবাবার ? ব্রহ্মাবাবার হয় , এ হল ওনার কর্মভোগ । শেষ সময় পর্যন্ত হতেই থাকবে। যখন সম্পূর্ণ হবেন তখন এই শরীরও থাকবেনা। ততক্ষণ কিছু না কিছু হতে থাকবে , এইটাই হল কর্মভোগ । সত্যযুগে কর্মভোগ হয়না। কোনো রোগ হয়না । আমরা এভারহেল্দী এভারওয়েল্দী হই। সর্বদা হর্ষিত অর্থাৎ আনন্দিত থাকি কারণ বেহদের বাবার কাছে বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। তার অর্ধকল্প পরে দুঃখ আরম্ভ হয়। তাও যখন ভক্তি হয়ে যায় ব্যভিচারী তখন দুঃখ বেশী হয়, তখন ত্রাহি ত্রাহি করে আর বিনাশ হয়। এখন তোমরা সামনে বসে শুনছ তো কত মজা পাও। জানো যে ইনি হলেন আমাদের সত্য পিতা , সত্য শিক্ষক , সত্য সদ্গুরু । এই মহিমা হল একমাত্র নিরাকার বাবার । তিনিই হলেন উঁচু থেকে উঁচু ভগবান । ঐ পিতাকে স্মরণ করলে উচ্চ পদ প্রাপ্তি হবে। কোনো সাধু - সন্ন্যাসী মহাত্মা তো এই তক্তাপোষে বসেনা। কখনও পা পড়তে দেন না। বাবা বলেন আমি হলাম তোমাদের আজ্ঞাকারী সেবক। আমার পা কোথায় আছে ? তোমরা মাথা নোয়াবে কোথায় ? অনেক গুরুদের কাছে মাথা নুইয়ে তোমাদের জীবনটাই ক্ষয়ে গেছে। যা ভক্তিমার্গে হয় তা জ্ঞানমার্গে হয়না। ভক্তিমার্গে বলো হে রাম .... বাবা বলেন এখানে কোনো আওয়াজ করবেনা । নিজেকে আত্মা ভেবে গুপ্ত বাবাকে স্মরণ করতে হবে। হে শিব ... তাও বলা চলবে না। তোমাদের আওয়াজের ঊর্ধ্বে যেতে হবে। বাচ্চার মনে পিতার স্মরণ থাকে। আত্মা জানে যে ইনি হলেন আমাদের পিতা। তোমাদের মনের ভিতরে গুপ্ত রূপে স্মরণ করতে হবে , একেই অজপা স্মরণ বলা হয়। জপ করতে হবেনা । মালা জপ অন্তরে করো বা বাইরে করো । একই কথা। অন্তরে নাম জপ করা কোনো গুপ্ত নয় । গুপ্ত কথা হল - নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করা। উনি শিববাবা আর ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তোমরা ডবল ইঞ্জিন প্রাপ্ত করো শৃঙ্গারের জন্যে । এঁনার আত্মাও শৃঙ্গারিত হচ্ছে । তারপর সবাই ফিরব পিতৃগৃহে । সেখান থেকে শ্বশুরগৃহে অর্থাৎ বিষ্ণুপুরী আসব। এখন হল ডবল পিতৃগৃহ অলৌকিক , এক আছে লৌকিক এবং ঐ আরেকটি হল পারলৌকিক । এই অলৌকিক পিতাকে কেউ জানেনা , তখন বলে এই দাদাকে এখানে কেন বসানো হয়েছে ? এই কথা কেউ জানেনা যে এই দেহ দ্বারা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন । ইনি (ব্রহ্মা) অনেক জন্মের অন্তে পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছেন। রাজা থেকে প্রজা হয়েছেন। বাবা বলেন আমি এই দেহে প্রবেশ করি। তবুও কারুর বুদ্ধিতে এই কথা বসেনা । মন্দিরে বলদ রেখে দিয়েছে। এবারে শঙ্কর হলেন সুক্ষ্মবতনবাসী । সুক্ষ্মবতনে বলদ ইত্যাদি হয়না । বলদ অর্থাৎ মেল বা পুরুষ । ভাগীরথকে পুরুষ দেখান হয়েছে। মানুষ তো একেবারেই অবুঝ হয়ে পড়েছে। বাবা বলছেন রাবণ অবুঝ করেছে। নিজেরাই বলছে রামরাজ্য চাই। এবারে রামরাজ্য হয় সত্যযুগে । কলিযুগে হয় রাবণরাজ্য । রাম এবং রাবণ ভারতেই হয়। শিব জয়ন্তীও ভারতেই পালন হয় , রাবণ জয়ন্তী পালন হয়না কারণ রাবণ হল শত্রু। জয়ন্তী তাদের পালন হয় যারা সুখ প্রদান করে। এখন শিববাবা এসে জ্ঞান শোনাচ্ছেন এবং রাবণের উপরে জিত প্রাপ্ত করাচ্ছেন । এখন তুমি জানো যে রাবণ হল কে ? কবে আসে ? অ্যাকুরেট হিসাব

বলা হয়। এইসব কথা ভাল রীতি ধারণ করো । ভুলে যেও না। জ্ঞান সাগরের কাছে মেঘ রূপে এসেছ , ভাল ভাবে ভরে নাও যাতে বর্ষা করতে পারো , এরজন্য ধারণা ভাল হওয়া দরকার । এখানে তুমি সামনে বসে আছ । এইরকম অনুভূতি হয় যে আমরা বেহদের বাবার সামনে , বাড়িতে বসে আছি। ব্রাহ্মণ কুলভূষণ আছে , মাম্মা-বাবা রয়েছে । বাবা আমাদের টিচার স্বরূপে পড়াচ্ছেন । সদ্গুরু রূপে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। ঐ গুরু নিয়ে যাবেনা। গুরুদের কাজ ফলোয়ার্সদের সাথে নিয়ে যাওয়া । বাস্তবে তারা ফলোয়ার্সও নয় , গুরু হলেন সন্ন্যাসী ফলোয়ার্সরা গৃহস্থী তাহলে ফলোয়ার্স হল কিভাবে । তোমরা শিববাবাকেও ফলো করো ব্রহ্মাবাবাকেও ফলো করো। যেমন এরা তেমনই তোমরা। আমরা আত্মারা পবিত্র হয়ে বাবার কাছে ফিরে যাব। বাবা বলেন মামেকম স্মরণ করো। সত্যিকারের ফলোয়ার্স হলে তোমরা।

বাবা বলেন আমি এসেছি তোমাদের নিয়ে যেতে। এখন জ্ঞান চিতায় বসো তাহলে নিয়ে যাব। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল সেইসময় অন্য সব ধর্ম শান্তিধামে ছিল। এইসব কথা হল খুবই সহজ। বাবার ফলোয়ার হও। যত পবিত্র হবে ভাল পদের অধিকারী হবে নাহলে সাজা খাবে। যেতে তো হবে নিশ্চয়ই ২১ জন্মের জন্যে বর্সা অর্থাৎ স্বর্গে অধিকার প্রাপ্ত হয় তাই পরিশ্রম করা উচিত । এখন পরিশ্রম না করলে কল্প-কল্পান্তর করবেনা । তাহলে উচ্চ পদের প্রাপ্তি হবে কিভাবে । এই হল বিশাল বেহদের ক্লাস । একটি পরীক্ষা । মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। আচ্ছা ।

মীঠে মীঠে হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :

১) একমাত্র বাবার সত্যিকারের ফলোয়ার হয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। ২১ জন্মের বর্সা নিতে পুরুষার্থ করতে হবে।

২) " হে শিববাবা " মুখে বলতে হবে না । আওয়াজের ঊর্ধ্বে যেতে হবে। নিজেকে আত্মা ভেবে অন্তরে বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান : উপরাম এবং এভাররেডি হয়ে বুদ্ধি দ্বারা অশরীরী স্থিতির অভ্যাস করে এমন সর্ব কলায় সম্পন্ন ভব।

সার্কাস যেমন বাজিকর নিজের প্রতিভা বা কলা প্রদর্শনের জন্য যে খেলা দেখায়, তার প্রতিটি কর্মই কলা হয়ে যায় । তারা নিজের শরীরের যে কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন চায় যেখানে চায় যতক্ষণ চায় মোল্ড করতে পারে , এইটিই তার প্রতিভা । তোমরা আত্মা স্বরূপ বাচ্চারা বুদ্ধিকে যখন চাও যতক্ষণ চাও যেখানে চাও স্থির করে নাও - এইটিই হল সবচেয়ে বড় কলা। এই একটি কলার দ্বারাই ১৬ কলা হয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে। এরজন্য এমন উপরাম এবং এভাররেডি হও যাতে এক সেকেন্ডে অশরীরী হতে পারো । সময় যেন যুদ্ধে নষ্ট না হয়।

স্লোগান : সরলতা ও সহনশীলতার গুণ ধারণকারী-ই হল সত্যিকারের স্নেহী ও সহযোগী।